যুবদল

নেতারা ব্যস্ত নমিনেশন পাওয়া নিয়ে

^mq` †gvqv‡¾g †nv‡mb Avjvj

বরকত উল্লাহ বুলু

বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদল বিভিন্ন সময়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় থাকলেও রাজনীতিতে তেমন কোনো গতি নেই। সবাই ব্যস্ত ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে হৃষ্টপুষ্ট করে গড়ে তুলতে। যুবদলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী এখন আখের গোছাতে ব্যস্ত রয়েছে।

বিএনপির জন্মলগ্ন থেকে জাতীয়তাবাদী যুবদল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। শহীদ জিয়ার অনুপস্থিতিতে বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় যুবদল প্রধান শক্তির ভূমিকায়ও কাজ করেছে। আশির দশক থেকে এ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুবদল প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। আজ অবশ্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন। যুবদলের নেতৃত্ব নিয়ে, যুব আন্দোলন নিয়ে বিএনপির অভ্যন্তরে এখন মৃদু গুঞ্জন, হালকা বিতর্ক রয়েছে। বিএনপির শীর্ষ নেতাদের একটি অংশও যুবদলের নেতৃত্বের সমালোচনা করতে বাদ যায় না। বিএনপির প্রধান অঙ্গ সংগঠন যুবদলের পারফর্মেন্স নিয়েও দলের হাইকমান্ডে আলোচনা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

যুবদলের নেতারা অবশ্য দাবি করছেন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের পর থেকে বিএনপির উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতির মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে যুবদল, দলীয় কর্মসূচিতে যুবদলের কর্মীদের উপস্থিতি সর্বাধিক। আওয়ামী লীগের হরতাল ও নৈরাজ্যের রাজনীতির বিরুদ্ধে রাজপথে এখনো সক্রিয় রয়েছে যুবদলের নেতা-কর্মীরা।

২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হলে বিএনপির অভ্যন্তরে দাবি ওঠে অঙ্গ সংগঠনগুলোর নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। ২০০৩ সালে যুবদলের বর্ণাঢ্য কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিএনপির হাইকমান্ডের সবার দৃষ্টি ছিল নতুন নেতৃত্বের দিকে। বেগম খালেদা জিয়া সংগঠনের সভাপতি হিসেবে বরকতউল্লাহ বুলু এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপির নাম ঘোষণা করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান কমিটি যুবদলের মোট ৭৭টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৩৫টি জেলায় সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি উপহার দিয়েছে। ঢাকা মহানগরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ বেশ কিছু জেলায় আহ্বায়ক কমিটি রয়েছে।

যুবদল সব সময় ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে সংগঠন পরিচালনা করেছে। দীর্ঘ ২৭ বছরে সম্মেলন হয়েছে মাত্র দুটি। নেতৃত্ব নিয়ে জট সৃষ্টি হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অধিকাংশ যুবদল নেতা নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে আখের গুছিয়ে নিয়ে আগামী দিনে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুখ-স্বপ্নে বিভোর। সংগঠনের সভাপতি বরকতউল্লাহ বুলু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তারেক রহমানের ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত। যুবদলের জন্য তিনি সময় কম দিচ্ছেন- এমন অভিযোগ রয়েছে দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে। এ প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি বরকতউল্লাহ বুলু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি বিষয়কে সামনে নিয়ে যুবদল গঠন করেন। তা হলো আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতির সঙ্গে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা।

যুবদল থেকে মনোনয়ন পেয়ে গত নির্বাচনে সাংসদ হয়েছেন মোট ৯ জন প্রভাবশালী নেতা। আগামী নির্বাচনেও বিএনপি যুব নেতৃত্বকে বেছে নিতে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় যারা শক্ত ভিত রচনা করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মিয়া মোঃ সেলিম, সাজু কামাল, কাইয়ুম চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মনির, খায়রুল কবীর খোকন, খোন্দকার আবু আশফাক, একে নেছার আহমেদ, নূরুর রহমান জাহাঙ্গীর, আব্দুল বারী জানী প্রমুখ।

যুবদলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ক্ষমতায় থেকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন নিশ্চিত করতে চাইছেন। এতে করে সংগঠন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ নেতা-কর্মী চাঁদাবাজি, দখলদারী, টেন্ডারবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। এ প্রসঙ্গে যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এমপি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, যুবদলের নেতা-কর্মীরা কোনো প্রকার চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারীসহ অন্যান্য অগণতান্ত্রিক কাজের সঙ্গে জড়িত নয়।

তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী যুবদল প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সমাজ থেকে সব ধরনের গণবিরোধী কর্মকান্ড, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি দূর করে সুস্থ, স্থিতিশীল, উন্নয়নমুখী দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য। শহীদ জিয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুবদল শুরু থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

খন্দকার তাজউদ্দিন

ফাইলবন্দি বিদ্যুৎ প্রকল্প

দেশের বিদ্যুৎ সংকট ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বাড়ছে চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান। বিগত সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য ৮টি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। বর্তমানে ৭টি প্রকল্প ফাইলবন্দি। জানা গেছে, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, বিশেষ ভবনের টানাপড়েনের কারণেই ফাইলবন্দি হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো। নেপথ্যে থাকছে নানা হিসাব। মেঘনাঘাট ৮৫০ মেগাওয়াট দ্বিতীয় প্রকল্প, ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নর্থ পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হরিপুরে ১০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন ফাইলবন্দি। প্রকল্পগুলো আদৌ আলোর মুখ দেখবে কি না, তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের গত সাড়ে ৩ বছরের মধ্যে শুধু সিদ্ধিরগঞ্জে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিই চালু হয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের স্থবিরতা কাটাতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল উদ্দীন সিদ্দিকীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি বিদ্যুৎ খাতের তদারকির দায়িত্ব পায়। কমিটি তার প্রথম সভায় বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ব্যর্থ বলে অভিহিত করে। বাস্তবে সচিব কমিটিও সফলতা দেখাতে পারেনি। সূত্র জানিয়েছে, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ কয়েকটি কেন্দ্রের অনুমোদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে আটকে যায়। প্রকল্প নিয়ে টানাপড়েনের কারণে দেশের নতুন কেন্দ্র স্থাপনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ফাইলবন্দি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শুরু না করলে আগামীতে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট দেখা দেবে। তবে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ চৌধুরী অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেননি বলে স্বীকার করেছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। পরিসঞ্চালন লাইনের উন্নয়ন হয়েছে। রাজস্ব আয় বেড়েছে।' দেশে প্রতি বছর ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে। গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিকভাবে ৫০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে প্রয়োজন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা।